



263252 - যবে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারনে না, বসলে দাঁড়তে পারনে না তার নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন

যবে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারনে না, বসলে দাঁড়তে পারনে না তিনি কিভাবে নামায আদায় করবনে? তিনি কি তার সম্পূর্ণ নামাযে বসে থাকবনে; নাকি সম্পূর্ণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নামাযের ওয়াজবি ও রুকনসমূহের ক্ষেত্রে ফকিহী সূত্র হল: নামাযী ব্যক্তির সাধ্যানুযায়ী এগুলো পালন করবনে; আর যা পালন করতে তিনি অক্ষম সটো তার জন্য মওকুফ হবে।

এর ভিত্তিতে: যবে নামাযী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে সক্ষম তাহলে সটোই তার উপর আবশ্যিক। এরপর তিনি সক্ষম হলে পরপূর্ণ পদ্ধতিতে রুকু করবনে; যদি না পারনে তাহলে তার সাধ্যানুযায়ী ঝুকবনে।

যদি তিনি মাটি নিয়ে পড়ে সজেদা দিতে সক্ষম হন তাহলে সটোই তার উপরে ওয়াজবি। যদি তিনি সটো না পারনে তাহলে (মাটিতে বা চয়োরতে) বসে সজেদার জন্য মাথা নয়োবনে।

যদি তিনি পুনরায় আর দাঁড়তে না পারনে সক্ষেত্রে অবশিষ্ট নামায তিনি বসে বসেই আদায় করবনে। রুকুর জন্য মাথা নয়োবনে এবং সক্ষম হলে মাটির উপর সজেদা দবনে। সক্ষম না হলে সজেদার জন্য মাথা নয়োবনে এবং সজেদার জন্য রুকুর চয়ে বশে মাথা নয়োবনে।

এভাবে করলে তিনি আল্লাহ তাআলার এ বাণীর অনুসরণ করলনে: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর”। [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর অনুসরণ করলনে: “আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু নরিদশে করি, তখন সাধ্যানুযায়ী সটো পালন কর”। [সহিহ বুখারী (৭২৮৮) ও সহিহ মুসলিমি (১৩৩৭)]

মালকেমিযহাবের আলমে “খললি” রচতি “মুখতাসার” গ্রন্থে এসছে—“যদি নামাযী ব্যক্তি সব করতে সক্ষম হয়; কন্িতু বসলে আর উঠতে পারে না: তাহলে এক রাকাত পূর্ণ করবে; এরপর বসে যাবে।”

গ্রন্থটির ব্যাখ্যাকার “খরিশা” তার ব্যাখ্যায় বলনে: “অর্থাৎ যদি নামাযী ব্যক্তি নামাযের কয়াম বা দাঁড়ানো, ক্বরিত, রুকু,



সজেদা, রুকু-সজেদা থেকে উঠা ও বসা ইত্যাদি সকল রুকন আদায় সক্ষম হয়; কিন্তু বসলে আর দাঁড়ানোর জন্য উঠতে পারে না; তাহলে এমন ব্যক্তি প্রথম রাকাত পরিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আদায় করবে এবং অবশিষ্ট নামায বসে বসে আদায় করবে। লাখমি, তউনসি ও ইবনে ইউনুস এ মতেরে প্রতিবন্ধকছেন।

কারো কারো মতে, গোটো নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা করে আদায় করবে; তবে শেষে রাকাত ছাড়া; শেষে রাকাত তে তিনি রুকু-সজেদা করবেন।”[সমাপ্ত]

দুই:

আর যদি নামাযী ব্যক্তি দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম হন; কিন্তু বসতে অক্ষম হন; তাহলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন এবং ইশারা করে রুকু-সজেদা করবেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাশাহুদ পড়বেন ও সালাম ফরিাবেন।

শাফয়েমিযহাবের আলমে যাকারিয়া আল-আনসারী “আসনাল মাতালবি” গ্রন্থে (১/১৪৬) বলেন: “যে ব্যক্তি কবেল দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম সে ব্যক্তি বসার পরবর্ত্তে দাঁড়াবে...। কেননা দাঁড়ানোটা বসার চেয়েও বেশি কষ্ট। রুকু-সজেদার স্থানে ইশারা করবে। দাঁড়িয়ে তাশাহুদ পড়বে; শুয়ে পড়বে না।”[সমাপ্ত]

আল-ইবাদি রচিত ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ গ্রন্থেরে হাশিয়াতে (২/২৩) এসছে:

“যদি কেউ শুধু দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম হন অর্থাৎ বসতে না পারেন: তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ওয়াজবি। কেননা দাঁড়ানোটা বসার চেয়েও বেশি কষ্ট। তিনি সাধ্যানুযায়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা করে রুকু-সজেদা আদায় করবেন...। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাশাহুদ ও সালাম আদায় করবেন; শুয়ে আদায় করবেন না।”[সমাপ্ত]

আল-খরীশি আল-মালকি (১/২৯৭) বলেন:

“যে ব্যক্তি নামাযেরে কয়াম ছাড়া অন্য সকল রুকন পালনে অক্ষম; কিন্তু কয়াম পালনে সক্ষম তার কর্তব্য হল: সে তার গোটো নামায দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করবেন। সজেদার জন্য রুকুর চেয়ে নীচু হয়ে ইশারা করবেন।”[সমাপ্ত]

আর যদি কেউ দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবেন, রুকু-সজেদা ইশারা করে আদায় করবেন। যদি মাটির উপর সজেদা দিতে সক্ষম হয় তাহলে মাটির উপর সজেদা দেওয়াই তার উপর ফরয।

ইবনে কুদামা তাঁর “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/৫৭০) বলেন:

“আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবেন।”[সমাপ্ত]



মালকেমিয়াহাবরে ইমাম “আদ-দুসুকি” এর হাশিয়াতে (২/৪৭৫) এসছে: “দাঁড়াতো অক্ষম ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবনে; বুকু-সজেদাও বসে বসে করবনে।”[সমাপ্ত]

তনি:

যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় যে, সে ব্যক্তিকে হয় গোটো নামায দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কিংবা গোটো নামায বসে পড়তে হয়; তাহলে এমন ব্যক্তি গোটো নামায বসে বসে পড়বনে।

এর দলিল হল: শরিয়ত কিছু কিছু অবস্থায় কয়ামরে আমলকে মওকুফ করছেন; যমেন- নফল নামাযের ক্ষেত্রে, দাঁড়াতো সক্ষম যে ব্যক্তি এমন কোন ইমামেরে পছিনে নামায পড়ছেন যিনি অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামায পড়াচ্ছেন; সে ক্ষেত্রে তনিকিয়াম বাদ দিয়ে তার ইমামেরে মত বসে বসে নামায পড়বনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “কয়ামটা একটা হালকা বুকন; যা সব ধরণে নফল নামাযেরে ক্ষেত্রে বাদ পড়ে যায় এবং ফরয নামাযেরেও কিছু কিছু জায়গায় বাদ পড়ে যায়।”[শারহুল উমদা থেকে (৪/৫১৫) সমাপ্ত]

যদি দাঁড়ানো ও বসা দুটো সাংঘর্ষকি হয়ে পড়ে তাহলে বসাটা আদায় করা অগ্রগণ্যতা পাবে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি বিসার মাধ্যমে নামাযেরে আরও অন্যান্য বুকন আদায় করতে পারে; যমেন- সজেদা, সজেদার জন্য বসা, দুই সজেদার মাঝখানে বসা এবং তাশাহুদরে জন্য বসা। এজন্য বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার উপর অগ্রগণ্য পয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।